

বাংলাদেশ



গেজেট



কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১২, ২০২১

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৮৯—৪০০
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৯৯—১০৩৩
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাঙ্ক, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৬৩—১০৭৮
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১)সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২)বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬)ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
জনবল ব্যবস্থাপনা শাখা-১
শোকবার্তা

তারিখ: ৯ বৈশাখ ১৪২৮/২২ এপ্রিল ২০২১

নং ১৭.০০.০০০০.০১৫.৫৫.২৩৪.০৫.১—নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, চট্টগ্রাম গত ০২ এপ্রিল, ২০২১ তারিখ রাত ২.০০ ঘটিকায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর ১১ মাস।

মরহুম জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান ১৯৭৬ সালের ১৮ মে কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস.এস (অনার্স) ও এম.এস.এস ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ০৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫ সালে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনে যোগদান করেন।

জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান সৎ, নিষ্ঠাবান, সাহসী, বন্ধুবৎসল, সদালাপী ও অমায়িক ব্যক্তিত্বের অধিকারী কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি স্ত্রী, দুই সন্তান, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান এর অকাল মৃত্যুতে গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশসহ তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,

ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd

(৩৮৯)

সমবায় অধিদপ্তরের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে সমবায় সমিতি নিবন্ধন এবং শর্ত পূরণ না করা সত্ত্বেও সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রদান করায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তিনি “অসদাচরণ” এর অভিযোগে দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

০৫। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ হাসিবুর রহমান মোল্লাহ, উপনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট ও প্রাজ্ঞ জেলা সমবায় অফিসার, রাজশাহী-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অভিযোগের গুরুত্ব ও সার্বিক বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালা ৪(২)(খ) উপ-বিধি মোতাবেক তাকে ১(এক) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যৎ বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর কোনো বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

০৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রেজাউল আহসান
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/০৬ জুন ২০২১

নং ৪৭.৬১.০০০০.০৩২.০৬.০৮৬.১৬-১৯৮—চলমান করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর মহামারি পরিস্থিতি পর্যালোচনায় জনসমাগম এড়ানোর লক্ষ্যে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তরের ২৮-০৫-২০২১ তারিখের প্রজ্ঞাব মোতাবেক জনস্বার্থে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে খুলনা জেলাধীন পাইকগাছা উপজেলার ষোলআনা ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একই আইনের ১৮(৫) ধারার বাধ্যবাধকতা হতে কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ থেকে ১২০ (একশত বিশ) দিনের জন্য অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

তারিখ : ০১ আষাঢ় ১৪২৮/১৫ জুন ২০২১

নং ৪৭.৬১.০০০০.০৩২.০৬.০৮৬.১৬-২১৮—চলমান করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর মহামারি পরিস্থিতি পর্যালোচনায় জনসমাগম এড়ানোর লক্ষ্যে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তরের ০৩-০৬-২০২১ তারিখের প্রজ্ঞাব মোতাবেক জনস্বার্থে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একই আইনের ১৮(৫) ধারার বাধ্যবাধকতা হতে কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ থেকে ৯০ (নব্বই) দিনের জন্য অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু

উপসচিব।

স্থানীয় সরকার বিভাগ

পাস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ জুন ২০২১ খ্রি.

৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.৫৩.২০১৮-৩৪৭—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১) (ছ) ও ৬(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব শিখা চক্রবর্তী, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-৪, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-কে ঢাকা উত্তর সিটি

কর্পোরেশন এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো। তিনি ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের পূর্বতন সদস্য মিসেস আলেয়া সারোয়ার ডেইজী এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সাঈদ-উর-রহমান

উপসচিব।

সিটি কর্পোরেশন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০২ আষাঢ় ১৪২৮/১৬ জুন ২০২১

নং ৪৬.০০.০০০০.০৭১.১৮.০৯২.২০২০.৪১১—চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১৬ নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব সাইয়েদ গোলাম হায়দার মিন্টু, পিতা : মৃত সাইয়েদ মাজহারুল আলম, ৩০ জয়নগর ১নং গলি, ডাকঘর: চকবাজার, থানা: চকবাজার (সাবেক কোতোয়ালী), চট্টগ্রাম গত ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে ইস্তেকাল করেছেন। তাঁর মৃত্যুজনিত কারণে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৫(ঙ) মোতাবেক চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১৬ নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদটি ১৬ জুন ২০২১ হতে এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করা হল।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৭১.১৪.০১৩.২০১৪.৪১৩—নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২৭নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব কামরুজ্জামান বাবলু, পিতা : মরহুম জামাল মিয়া, গ্রাম : কুড়িপাড়া, ডাকঘর: ১ নং চাকেশ্বরী-১৪১০, থানা: বন্দর, জেলা: নারায়ণগঞ্জ গত ১৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে ইস্তেকাল করেছেন। তাঁর মৃত্যুজনিত কারণে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৫(ঙ) মোতাবেক নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২৭ নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদটি ১৬ জুন ২০২১ হতে এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ জাহিরুল ইসলাম

উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

(সরকারি মাধ্যমিক-৩)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৯ জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৯২.১৫.১৬২.২১-৩০৯—ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন ‘দি ফাদার অব দি ন্যাশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ’টি ২৯ জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ/১৫ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ তারিখ হতে সরকারিকরণ করা হলো।

২। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কর্মরত কোনো শিক্ষক অন্যত্র বদলি হতে পারবেন না।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ জামাল হোসেন

উপসচিব।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(প্রশাসন-১ শাখা)

নং-৪৮.০০.০০০০.০০১.২৩.০০২.২১/৫৬৯

তারিখ : ১৯ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৩ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

‘মুক্তিযুদ্ধ পদক নীতিমালা-২০২১’

১. এ নীতিমালা ‘মুক্তিযুদ্ধ পদক নীতিমালা-২০২১’ নামে অভিহিত হবে।
২. পদকের নাম : মুক্তিযুদ্ধ পদক (Liberation War Award)
৩. মুক্তিযুদ্ধ পদক প্রদানের পটভূমি :

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ অর্জন। অগণিত মানুষের জীবন উৎসর্গ ও চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমাদের চরম ও পরম পাওয়া স্বাধীনতা। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকের শোষণ ও নিপীড়ন থেকে জাতিসত্তা রক্ষা, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব পুনরুদ্ধারে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় বাঙ্গালি জাতি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অদম্য সাহস আর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের সর্বস্তরের মানুষ, সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, ইপিআর, আনসার, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল, শিল্পী, শব্দ সৈনিক, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতা সবাই মুক্তিযুদ্ধের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাণের মায়্যা ত্যাগ করে অংশগ্রহণ করেন মহান মুক্তিযুদ্ধে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চের ভাষণের পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত বাঙ্গালীরা যে যেভাবে পেরেছে দেশকে স্বাধীন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলসামস কর্তৃক ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হয়। তাদের অত্যাচার ও নির্যাতনে এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। দুই লক্ষ মা, বোন নিপীড়নের শিকার হন। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধকালীন নয় মাসে তিন কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে দেশের অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে এবং পালিয়ে জীবন রক্ষা করেছে। এহেন আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে আবালবৃদ্ধবণিতা সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে। নানান কৌশলে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র এগিয়ে দেয়া থেকে শুরু করে খাবারের ব্যবস্থা, গোপনে তথ্য আদান-প্রদানসহ আহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা দিয়ে নারীরা পালন করেছেন অগ্রণী ভূমিকা। এই সহায়তা করতে যেয়ে অনেকে নির্যাতিত হয়ে শহিদ হয়েছেন। কেউ কেউ বীরাজনা হয়ে এখনো বেঁচে আছেন।

স্বাধীনতার পর পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। ২০২১ সালে আমরা পালন করছি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। অনেক কিংবদন্তি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক বা মুক্তিযোদ্ধা আজ আর বেঁচে নেই। এছাড়া, স্বাধীনতা সংগ্রামকে সংগঠিত করা ও সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং যুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে অনেক ব্যক্তি এবং সংগঠন ভূমিকা রেখেছে এবং এখনও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ এবং চেতনা বিকাশে দেশে সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী, সমাজসেবক এবং গবেষকগণ নানাভাবে অবদান রেখেছেন এবং নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এসকল ব্যক্তি ও সংগঠন/সংস্থার অবদানকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি প্রদান করা হলে তারা সম্মানিত বোধ করবেন, তাদের কর্মের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আরও বিকশিত হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের অর্জন পূর্ণতা পাবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে সরকার এসকল বরণ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মানিত ও উৎসাহিত করার জন্য ‘মুক্তিযুদ্ধ পদক’ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৪. পদক প্রদানের ক্ষেত্র:

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য ‘মুক্তিযুদ্ধ পদক’ প্রদান করা হবে—

(ক) স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে সংগঠনে ভূমিকা, (খ) সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, (গ) স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, (ঘ) মুক্তিযুদ্ধ/স্বাধীনতা বিষয়ক সাহিত্য রচনা, (ঙ) মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র/তথ্যচিত্র/নাটক নির্মাণ/সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, (চ) মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিষয়ক গবেষণা, (ছ) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ (জ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো ক্ষেত্র।

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমন কোনো কর্ম যা বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে অথবা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিস্তৃতকরণ ও বিকাশে সহায়তা করেছে বা করছে।

৫. পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা (Criteria) :

৫.১ ব্যক্তি পর্যায়ে—

৫.১.১ এ পদকের জন্য মনোনীত ব্যক্তিকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। তবে, মহান মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা বিদেশী নাগরিককেও এ পদক প্রদান করা যাবে;

৫.১.২ পদক প্রদানের জন্য ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনের কৃতিত্ব ও অবদানকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

৫.২ বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে—

- ৫.২.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধ পরবর্তী সর্বজনবিদিত সংগঠন হতে হবে;
- ৫.২.২ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনে অনন্য হতে হবে।

৫.৩ সরকারি দপ্তর, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে—

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে সরাসরি অবদান রাখা মন্ত্রণালয়/বিভাগ, মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন দপ্তর, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বিবেচিত হবে।

৬. পদক প্রাপ্তির অযোগ্যতা :

- ৬.১ রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে/ফৌজদারি আইনে শাস্তিপ্রাপ্ত বা ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত বা দেউলিয়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ পদক প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।
- ৬.২ একবার পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরবর্তী ১০ (দশ) বছরে একই বিষয়ে পুনরায় পদকের জন্য বিবেচিত হবেন না।
- ৬.৩ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এ পদক প্রদান করা হবে না।

৭. পদক সংখ্যা :

প্রতি বৎসর পদক এর সংখ্যা অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে মোট ৭ (সাত) টি হবে। তবে, উল্লেখ থাকে যে, সরকার প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে কোনো বৎসর উপযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান না পেলে পদক সংখ্যা হ্রাস করতে পারবে।

৮. পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয় বিষয়াদি:

- ৮.১ ১৮ (আঠার) ক্যারেট মানের ২৫ (পঁচিশ) গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক;
- ৮.২ পদক এর একটি রেপ্লিকা;
- ৮.৩ ব্যক্তি পর্যায়ে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) এবং দপ্তর সংস্থা/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা (ক্রসড চেক এর মাধ্যমে প্রদেয়);

৯. পদক প্রদান কর্মসূচির ব্যয় :

পদক প্রদান কর্মসূচির জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটে প্রতিবছর বরাদ্দ নির্ধারিত থাকবে।

১০. মনোনয়ন প্রক্রিয়া:

- ১০.১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় পূর্ববর্তী বছরের অবদানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মনোনয়ন আহ্বান করবে;
- ১০.২ মনোনয়ন আহ্বানের জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে; মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থার ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকাশ করা হবে;
- ১০.৩ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে জেলা বাছাই কমিটিতে প্রাথমিক বাছাইপূর্বক ৭টি সুনির্দিষ্ট খাতে [(ক) স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে সংগঠনে ভূমিকা, (খ) সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, (গ) স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, (ঘ) মুক্তিযুদ্ধ/স্বাধীনতা বিষয়ক সাহিত্য রচনা, (ঙ) মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র/তথ্যচিত্র/নাটক নির্মাণ/সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, (চ) মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিষয়ক গবেষণা, (ছ) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ] পুরস্কারের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২টি করে (ব্যক্তি ১৪ জন এবং প্রতিষ্ঠান ১৪ টি) মোট ২৮ টি নাম সুপারিশসহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
- ১০.৪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ের মনোনয়ন প্রেরণের ক্ষেত্রে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে গঠিত কমিটির সদস্য-সচিব বরাবর প্রেরণ করতে হবে।
- ১০.৫ মনোনয়নের সাথে মুক্তিযুদ্ধে অবদান এবং এর চেতনা বিকাশে কী কী কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছিল তা উল্লেখ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কর্মসম্পাদনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিদের/প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতার সুনির্দিষ্ট বিবরণও থাকতে হবে;
- ১০.৬ মনোনয়নের সপক্ষে কার্যক্রমের গৃহীত কৌশল, বাস্তবায়নকাল, অসাধারণ অর্জন ও ফলাফল, ইতিবাচক পরিবর্তন ও প্রভাব, স্বাধীনতা অর্জনে মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিদের/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত প্রমাণাদি থাকতে হবে;
- ১০.৭ সকল মনোনয়ন প্রেরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই নির্ধারিত ছক ব্যবহার করতে হবে (সংযোজনী-ক)।

১১. মনোনয়ন ও পদক প্রদান বিষয়ক সময়সূচি:

১১.১ পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পঞ্জিকা বছরের (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) কর্মকাণ্ড বিবেচনায় নেয়া হবে এবং এ প্রক্রিয়া সম্পাদনের সময়সূচি নিম্নরূপ হবে :

কর্মসূচি	নির্ধারিত সময়সীমা
(ক) মনোনয়ন আহ্বান	১ জুলাই
(খ) জেলা পর্যায়ের কমিটিতে আবেদন গ্রহণ	১ আগস্ট
(গ) জেলা কমিটিতে মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	৩১ আগস্ট
(ঘ) জেলা কমিটি কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মনোনয়ন প্রেরণ	১০ সেপ্টেম্বর
(ঙ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কমিটিতে প্রেরণ	১০ সেপ্টেম্বর
(চ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	১০ অক্টোবর
(ছ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে চূড়ান্ত মনোনয়ন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	২০ অক্টোবর
(জ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনয়ন অনুমোদনক্রমে পদক ঘোষণা	৩০ নভেম্বর
(ঝ) পদক প্রদান	১৫ ডিসেম্বর

১২. প্রাথমিক বাছাই কমিটি:

১২.১ জেলা পর্যায়—

(ক) জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
(খ) জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	-	সদস্য
(গ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঘ) নির্বাচিত জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে, সাবেক জেলা কমান্ডার)	-	সদস্য
(ঙ) স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (জনসেবার জন্য বিখ্যাত ও নিবেদিত)	-	সদস্য
(চ) প্রেসক্লাবের সভাপতি/সম্পাদক	-	সদস্য
(ছ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	-	সদস্য-সচিব

১২.১.১ জেলা কমিটির কর্মপরিধি—

- (ক) প্রস্তাবিত ব্যক্তি ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি যাচাই-বাছাইক্রমে নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত;
- (খ) মনোনয়নের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত;
- (গ) সভা অনুষ্ঠানসহ সকল কার্যাদি সম্পন্ন করে ১০ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে প্রতিটি পুরস্কারের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২টি করে মোট ২৮টি নাম সুপারিশসহ প্রস্তাব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- (ঘ) উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব হলে পদক প্রদানের সুপারিশকালকে বিগত বছরের সুপারিশপ্রাপ্ত কিন্তু পদক পাননি এমন ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনা করা।

১৩. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে গঠিত কমিটি—

(ক) মাননীয় মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
(খ) সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(গ) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(ঘ) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(ঙ) সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(চ) সচিব, সংস্কার ও সমন্বয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
(ছ) সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(জ) সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি	-	সদস্য
(ঝ) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

১৩.১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে গঠিত কমিটির কর্মপরিধি:

- (ক) জেলা পর্যায় থেকে প্রস্তাবিত ব্যক্তি ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি যাচাই-বাছাইক্রমে নির্ধারিত ছক মোতাবেক চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত;
- (খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে সরাসরি প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক মূল্যায়ন;
- (গ) ১০ অক্টোবর এর মধ্যে সভা অনুষ্ঠানসহ সকল কার্যাদি সম্পন্নপূর্বক তালিকা প্রস্তুত করতঃ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য ২০ অক্টোবর এর মধ্যে প্রস্তাব প্রেরণ;
- (ঘ) উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব হলে পদক প্রদানের সুপারিশকালে বিগত বছরের সুপারিশপ্রাপ্ত কিন্তু পদক পাননি এমন ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনা করা।

১৪. তালিকা চূড়ান্তকরণ—

- ১৪.১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সুপারিশকৃত তালিকা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ও প্রমাণকসহ ২০ অক্টোবর এর মধ্যে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে;
- ১৪.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে তালিকা প্রেরণকালে মুক্তিযুদ্ধ পদকের জন্য সুপারিশকৃত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত অবদানের ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্যাদি থাকতে হবে;
- ১৪.৩ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে মুক্তিযুদ্ধ পদক প্রদানের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে;
- ১৪.৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পদকপ্রাপ্তদের নাম অনুমোদনের পরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিদের/প্রতিষ্ঠানের মতামত/সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। পদকের জন্য নির্বাচিত কোনো ব্যক্তি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান পদক গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করলে উক্ত নির্বাচিত ব্যক্তি বা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর নাম পদকপ্রাপ্তদের চূড়ান্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং পদকপ্রাপ্ত হিসেবে নাম ঘোষণা করা হবে না;
- ১৪.৫ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর এবং পদক প্রদান সংক্রান্ত পুরস্কার প্রদানের পূর্বে গণমাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করা হবে;
- ১৪.৬ মরণোত্তর পদক প্রদানের ক্ষেত্রে অথবা পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তির শারীরিক অসুস্থতার কারণ বা অন্য কারণে পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অসমর্থ হলে তাঁর মনোনীত উপযুক্ত উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধি পদক গ্রহণ করতে পারবেন;
- ১৪.৭ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিদেশে অবস্থান করলে অথবা উপযুক্ত উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধির নাম মনোনয়ন না করলে পরবর্তী সময়ে পদক গ্রহণ করতে পারবেন;
- ১৫. প্রতি বছর ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ পদক প্রদান করা হবে;
- ১৬. এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং ইতোপূর্বে জারীকৃত এতদসংক্রান্ত কোনো নির্দেশাবলি থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দেবশীষ নাগ

উপসচিব (প্রশাসন-১)।